জুয়াড়ির গান

বাতাসী উচ্চতায় দীর্ঘ গাছের থেকে লাফিয়ে উঠে, এই চাকাগুলি যখন মাটিতে গড়িয়ে যায়

তখন আমাকে তারা বহন করে নিয়ে চলে।
আমার প্রাণাধিক প্রিয় পাশার ঘুঁটি, মুদ্রাভানের আপন

সুরার গাঢ় খরার চেয়েও কোনোদিন সে নিদ্রালস হয় না।

সে কখনো আমাকে বিরক্ত করে না, কিংবা আমার ওপর রাগ করে না,

বরং আমার বন্ধুদের ওপর, আমার ওপর কৃপা বর্ষণ করে।
আমার পাশার ঘুটিঁর কারণে, যার একটি বিন্দুই চূড়ান্ত,

তার জন্যে আমার অনুগতা স্ত্রীকে ছেড়ে এসেছি আমি।

আমার স্ত্রী আমাকে একলা ধরে রেখেছে, তার মা আমাকে ঘৃণা করে;

হতচ্ছাড়া মানুষটি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কাউকে খুঁজে পায় না।
মহামূল্যবান ঘোড়া যখন বৃদ্ধ আর দুর্বল হয়ে যায় তখন যেমন সে মূল্যহীন

তেমনি জুয়ায় আমি কোনো লাভের মুখ দেখি না।

অন্যেরা তার স্ত্রীকে যত্ন করে, যার সম্পদ দ্রুত ধাবমান

পাশার কামনায় উদগ্র: তার কথা বলে বাবা, মা, ভাই, বলেই চলে।

আমরা তাকে জানি না, তাকে বাঁধি আর তোমার সঙ্গে তাকে নিয়ে চলি।
আমি এদের নিয়ে আর খেলি না, তখন আমার বন্ধু আমার কাছ থেকে চলে যায়, আমাকে একা ফেলে যায়।

এই পিঙ্গল ঘুঁটি যখন ছকের ওপর খেলা হয়, যখন সে প্রিয় বালিকার মতো গুঞ্জন তোলে,

আমি তার সঙ্গে সাক্ষাতের স্থান খুঁজে বেড়াই। ⋯

নীচের দিকে গড়িয়ে চলে তারা, এবং তারপর দ্রুত ওপর দিকে লাফিয়ে ওঠে

এবং তারা হস্তহীন, তাদের সেবার কাজে মানুষকেই হাত লাগাতে হয়।
ছকের ওপর ঢালাই করা, যাদু কাঠ কয়লার মতো,

যদিও তারা নিজেরা শীতল, তবু তারা হৃদয়কে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

জুয়াড়ির স্ত্রী পরিত্যক্ত আর হতদরিদ্র; মা গৃহহীন পুত্রের শোকে বিলাপ করে।
ঋণের অবিরাম আতঙ্কে, ধনের সন্ধানে সে রাত্রে অন্যদের গৃহে যায়।

জুয়াড়ি যখন কোনো পরিচারিকাকে দেখে, দেখে অন্যের স্ত্রীকে, কারোর সুশৃঙ্খল গৃহস্থালী, সে বিষণ্ন হয়।
খুব ভোরে সে তার বাদামী ঘোড়া জোয়ালে জুতে নেয় এবং যখন আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন সে
পরিত্যক্ত অবস্থায় ডুবে যায়।

তথ্যনির্দেশ

ঋগ্বেদ দশম, ৩৪। সংকলন ১.৪। বৈদিক সভ্যতা; ইরফান হাবিব। পৃ:৩৩। অনুবাদ: বিজয় কুমার ঠাকুর।

ঋগ্বেদের মানুষ। By nirjhor mahmud. licensed under CC BY-NC-SA 4.0